নীরব বিপ্লব

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

নীরব বিপ্লব

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

নীরব বিপ্লব

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক

প্রকাশক: গ্রন্থকার

প্রকাশনা সহযোগী: মোহাম্মদ ইউনুস আলী, স্পীড টেক, সুবিদ বাজার, সিলেট

প্রকাশকাল: এপ্রিল’ ২০২৬

মুদ্রণ:
দি কাসওয়া কম্পিউটার
সিটি বানিজ্যিক ভবন
বন্দর বাজার, সিলেট

মূল্য: ৫০.০০ টাকা

Silent Revolution by Dr. Syed Badiuzzaman Faruque, Sylhet 3114, Bangladesh.

অর্পণ

আব্বাজান, আম্মাজান, বড় ভাইজান ও
ফরিদ ভাইজান। আল্লাহ তাদেরকে
জান্নাতুল ফিরদাউসে দাখিল করুন।

<u>সূচী</u>

১। ভূমিকা/৫
২। বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা/৭
৩। সালিকের তরবিয়ত/১৫
৪। শেষকথা/২০

১। ভূমিকা

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা, জান্নাত-জাহান্নামের স্রষ্টা, মানুষ, ফেরেশতা ও জিন জাতির প্রভু, কাবার প্রভু, আরশে আযিমের মহান অধিপতি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। তিনি জিন-ইনসানকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করার জন্য। কিন্তু বিশ্ববাসী একথাটি আমলেই নিচ্ছে না। মদ, নারী, জুয়ায় আসক্ত পশ্চিমা জাতি, স্যেকুলারিজমে বন্দী পাশ্চাত্য অনুসারী সকলেই আজ প্রশ্ন তুলছে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে। কিন্তু আমরা মুসলিমরা আল্লাহর অস্তিত্বে নিঃসন্দেহ। আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর স্পর্শ পাই। নবুওয়ত হলো মানবজাতির দিশা লাভের জন্য আল্লাহর দেয়া এলাজ। বিশ্বনবী জগতশ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরে আল্লাহর আদেশ নিষেধ আল্লাহর প্রেরিত আল কুরআন অনুযায়ী শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তদুপরি তাঁর আখলাক সর্বোত্তম চরিত্র। এই আখলাক থেকে উৎসারিত ভাব-আদব, শিষ্টাচার, ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন, সামাজিকতার সমষ্টিকে বলি আমরা সুন্নাহ। সুতরাং আমাদের পাথেয় হলো কুরআন ও সুন্নাহ।

ইসলামিক জীবন বিধানকে শরিয়ত বলা হয় আর শরিয়ত শুদ্ধভাবে অনুশীলনের জন্য সহায়ক হলো তরিকত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় মুমিনের জীবনের এক অমোঘ অধ্যায়ের কথা লিখেছি। মুমিন বান্দা যখন ইসলামে পূর্ণরূপে দাখিল হবে-তখন তাকে একটি বিপ্লবের মাধ্যমেই সেখানে প্রবেশ করতে হবে। এই বিপ্লবে কোন লৌকিকতা নেই। সুতরাং এই বিপ্লব এক নীরব বিপ্লব।

নিজেকে নাফসের শাসনমুক্ত করে রুহের শাসনাধীনে আনাই এই বিপ্লবের মোদ্দাকথা। নীরব বিপ্লব যা আমি এ গ্রন্থে লিখেছি তা প্রতিটি মুমিনের জীবনে সংঘটিত হোক এই আমার কামনা। আল্লাহ ক্ষমা করুন ও গ্রহণ করুন।

ড. সৈয়দ বদিউজ্জামান ফারুক
শাবিপ্রবি, ২৭-০৩-২০২৬।

২। বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা

ক। জগতসমূহ

মূলতঃ জগত দুটি। বস্তুজগত ও অদৃশ্য জগত। মানুষের ইন্দ্রিয়ও দু'ভাগে বিন্যস্ত। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন। মানুষের চাওয়া-পাওয়াও দু-ধরণের। পার্থিব ও পারলৌকিক।

বস্তুজগতও দুভাবে বিন্যস্ত। নিরেট বস্তুর জগত বা প্রাণহীন জগত ও প্রাণবান জগত। অদৃশ্য জগত বহুভাবে বিভক্ত হলেও-মূলত দু'ভাগে বিভক্ত। সৃষ্ট বস্তু বা জিন-ফেরেশতার জগত ও স্রষ্টার ব্যক্তিগত জগত। স্রষ্টার জগতে রয়েছে অসংখ্য অগণিত নাম না জানা কর্মময় সৃষ্টির পদচারনা।

বস্তুগতের বিপরীতে যে অদৃশ্য জগত রয়েছে সেখানে বস্তু জগতের অব্যক্ত, অনির্বচনীয় সকল বস্তুর প্রতিবিম্ব রয়েছে। সে জগতকেই বলা হয় আলমে মিসাল বা স্বরূপ জগত। যেমন-মানুষের প্রতিটি পুন্য আলমে মিসালে জ্যোতির্ময় রূপ লাভ করে বর্তমান থাকে। তেমনি, মানুষের প্রতিটি পাপও আলমে মিসালে আধারময়, পূঁতিগন্ধময় আকারে বিরাজ করে। স্রষ্টা জগতের শাসক হিসেবে একে দুটি সময়কালে বিভক্ত করেছেন। ইহলোক ও পরলোক।

পরলোককেও স্রষ্টা দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। জান্নাত, জাহান্নাম। এ বিষয়টি এ পর্যন্তই।

খ। মানুষের বাস্তবতা

পরিণত ও শুদ্ধ বিবেকের অধিকারী মানুষ চারটি আকাঙ্খা লালন করেন। ১। সুদীর্ঘ জীবন, ২। মন্দ বা ক্ষতিহীন আরামদায়ক জীবন, ৩। দুঃখ দুর্দশাহীন দীর্ঘ জীবন, ৪। অপরিমেয় জ্ঞান অর্জন। এ চারটি আকাঙ্খা পার্থিব জীবনে পূরণ হবার নয়। জগত্স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা এই আকাঙ্খাগুলো পূরণ করে দিবেন ঐ সকল মানুষকে যারা পরকালে জান্নাতের অধিকারী হবেন।

জান্নাতের অধিকারী হতে হলে পার্থিব জীবনে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলোর হাতে জীবন চলার লাগাম ধরিয়ে দিতে হবে। তখন উপর্যুক্ত চারটি আশার কিয়দংশ পার্থিব জীবনে মানুষ তথা ওলী-আল্লাহগণ লাভ করেন।

আত্মিক ইন্দ্রিয়গুলোকে শক্তিশালী করতে হলে-ঈমানদার মুমিনদেরকে সাধনা করতে হয়। এই সাধনার দুটি দিক।
১। শরিয়ত যথাযথভাবে অনুসরণ, ২। তরীকত তথা আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হওয়া।

গ। তরিকত কী দেয়

মুমিন মানুষকে অবশ্যই আল্লাহর আদেশ নিষেধ যা আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো শিরোধার্য জেনে মেনে চলতে হবে। অতঃপর শ্রেষ্ঠনবী, নবীকুল সর্দার মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবনাচার তথা সুন্নাহ অনুসরণ করে জীবন চালাতে হবে।

তরিকত হলো শরিয়ত মেনে চলার সহায়ক সাধনা। এই সাধনায় নাফসের কু-দিক গুলোকে পরাজিত করার চেষ্টা চলে এবং অভ্যন্তরীন বা আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলোকে শক্তিশালী করার কৌশল চলে। যখন আত্মিক বা আধ্যাত্মিক গুণাবলী পুরোপুরি অর্জিত হয়, তখন আল্লাহর ভালোবাসা মুমিন হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান থাকে। আল্লাহর সাথে এক নিবিড় সর্ম্পক রচিত হয়। একে বলে নিসবত।

নিসবত তথা আল্লাহর সঙ্গে সর্ম্পক যখন জোরদার হয় তখন জ্ঞানের ভান্ডারে আরেকটি দিক তথা কিতাবি নয় তবে জ্ঞান, যাকে ইলমে লাদুনী বলে তা যোগ হয়। মুমিন বান্দা তখন তার আশার পথে আলোক রশ্মি দেখতে পায়। যে আলোকরশ্মি তাকে অদৃশ্য জগতের খবর দেয়।

এ পর্যায়ে মুমিন বান্দা ওলি আল্লাহর স্তরে উন্নীত হয়। তো তরিকত হলো আল্লাহকে ভালোবাসার প্রধান মাধ্যম। আর আল্লাহর ভালোবাসা পেলে আর কি চাই?

ঘ। জান্নাতের পাথেয়

আল্লাহ তায়ালা মহান গ্রন্থ আল কুরআন আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আল কুরআনের সূরা মুলকে আল্লাহ বলেন,

"সৃষ্টি করেছি মরন ও জীবন, যেন পরীক্ষা নিতে পারি আমলে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম।"

কবি বলেন,
"আমলসে বনতি হ্যায় যিন্দেগী,
জান্নাত ভি জাহান্নাম ভি,
ইয়ে খাকি ফিতরত মে
না নারি হ্যায় না নূরী।"

অর্থাৎ
"আমলের মাধ্যমে গড়ে জীবন,
সে জীবন হতে পারে জান্নাতের অথবা জাহান্নামের।
মাটির মানুষ প্রকৃতিতে না জান্নাতি, না জাহান্নামি।"

জীবন গড়ার আমল কী কী ? হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, "ইসলামের পাঁচটি শাখায় মেহনত

করতে হবে। ১। বিশুদ্ধ আকীদা অন্বেষণ ও লালন, ২। ইবাদাত বন্দেগী যা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল, এই চারভাগে বিন্যস্ত, সেগুলো ইখলাসের সাথে সম্পন্ন করন, ৩। মোয়ামালা তথা লেনদেন শরিয়ত মাফিক ও স্বচ্ছ কায়দায় করা, ৪। মোয়াশারা তথা সামাজিকতা ইসলামী পন্থায় করা, ৫। আখলাক তথা চরিত্রকে নিষ্কলুষ, স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল বানানো। এই শেষোক্তটি তরিকতের সাধনা ব্যাতিত অর্জন অসম্ভব। প্রথমোক্ত চারটি শাখা শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত ও কঠিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা ছাড়া সেগুলোতে 'মাকামে হাসানা' অর্জন অসম্ভব। এ গুলোই জান্নাতি জীবন গড়ার পার্থিব আমল। এই আমলসমূহে সাফল্য লাভ করলে আশা করা যায় মৃত্যু হবে ইসলামের উপর এবং পারলৌকিক জীবন হবে আল্লাহর প্রতিবেশীরূপে।

৬) মুমিনের বিপ্লব কী ও কেন?

মুমিনের বিপ্লব এক নীরব প্রয়াস। এখানে লৌকিকতার কোন স্থান নেই। অর্থাৎ মুমিন বান্দা যে ইবাদাত বন্দেগী করবে তা কেবলই আল্লাহর ভালোবাসায় আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে। এখানে লোক দেখিয়ে নামাজ পড়া অর্থহীন। আর প্রকৃত মুমিন নিজেকে সর্বদা লুকিয়ে রাখে। সে কখনোই প্রকাশ করতে চায় না কী চলছে তার অন্তর প্রদেশে।

এভাবে অগ্রসর হলে মুমিন বান্দা সহজেই আল্লাহর ভালবাসায় সিক্ত হতে পারে। আল্লাহ বলেন,"(হে নবী) বলে দিন তোমরা

যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও তবে আমার অনুসরণ করো। তবে পরিণামে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন”।

সুতরাং মুমিনের অন্তরে যে তোলপাড় চলে তা সে ছাড়া আর কেউ টের পায় না। এ হলো এক নীরব বিপ্লব। মুমিন তার শাসকরূপে নাফসকে পরাজিত করে রুহের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মগ্ন থাকে। তার এই মগ্নতা অধিকাংশ লোকের অগোচরে থেকে যায়। তাই আমি বলছি নীরব বিপ্লব। বিপ্লবে যেমন এক শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি হয়ে সেখানে অন্য এক শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়, তেমনি মুমিন বান্দার জীবন। প্রথম প্রথম সে নাফসের অধীনে প্রজার মত ছিল পরবর্তীতে সে রুহের শাসনাধীনে এসে যায়।

এমন বান্দা কথা কম বলে। নীরবে চলাফেরা করে। তার হৃদয়ে সতত: আল্লাহর ভালোবাসা বিরাজমান থাকে। মুমিন বান্দার প্রধান বাস্তবতা এটিই।

সে আল্লাহকে ভালোবাসবে আর আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর এমন জীবন পাওয়া যায় শরিয়ত পালনের পাশাপাশি আত্মিক উন্নয়নের উপর আমলের মাধ্যমে। এখানেই গুপ্ত রয়েছে কামিয়াবির রহস্য। বান্দা তখন এক নীরব বিপ্লবের মাধ্যমে নিজের উপর নাফসের শাসন উপেক্ষা করে রুহের শাসন কায়েম করে। এটি মানুষের দরবারে বলে বেড়াবার বিষয় নয়। বান্দা নিজেই

নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবে। সে জানবে সে এক শাসনের বাঁধন ছিন্ন করে অন্য এক শাসকের অধীনস্ত হয়েছে। এটি এক নীরব বিপ্লব।

মানুষের নাফস মন্দ কাজের দিক ধাবিত করে আর রুহ তাকে নেক কাজের দিকে রুজু করে। মুমিন বান্দা তখন নীরবে নীরবে আল্লাহর ইবাদাত ও যিকির আযকারে মগ্ন হয়। মনে রাখবেন সালাত, হজ্ব, যাকাত, দান সবই আল্লাহর যিকির।

সূরা ত্বোয়াহা তে ১৪নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "ইন্নানি আনাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা। ফা'দবুদনী, ওয়া আক্বিমিস সালাতা লি যিকরি।"
অর্থাৎ " আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদাত করো এবং আমার যিকিরের উদ্দেশ্যে নামাজ কায়েম করো।"

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় সকল ইবাদাতই আল্লাহর যিকির। তাই যখন থেকে মুমিন বান্দা সকল ইবাদাত যথাযথভাবে আদায় করবে তখন আল্লাহর যিকিরের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

অত:পর, রয়ে গেল যিকিরের আক্ষরিক অনুশাসন। যেটি নফল।

মুমিন বান্দা এই যিকির আদায় করতে আদিষ্ট। সুতরাং সে রুটিন মাফিক তাসবিহ হাতে দাড়িঁয়ে, শুয়ে, বসে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অন্যরা কে কী ভাববে তা ভাবনায় আনার কোন প্রয়োজন নেই মুমিন বান্দার। সে নিজেকে নিয়ে আল্লাহর দরবারে পড়ে থাকবে।

আল্লাহও তাই চান। সূরা ত্বোয়াহায় আরও এসেছে (আয়াত ২৫-৩৩), " মূসা বললেনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা (ফেরাউন সম্প্রদায়) আমার কথা বুঝতে পারে। এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী দান করুন। আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন। এবং আমার কাজে অংশীদার করুন। যাতে আমরা বেশী করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি।"
তো আল্লাহর যিকিরের প্রধান অংশ হলো আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করা।
এই তরীকায় মুমিন বান্দা যাকে আল্লাহর পথের পাথিক বা আল্লাহর প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 'সালিক' বলা হয়-সে দ্রুত আল্লাহর ভালোবাসায় সিক্ত হয়। তবে আল্লাহর ভালোবাসার পথে পদে পদে কষ্ট আর ক্লেশ বিদ্যমান। সুতরাং সালিককে ধৈর্য্য ধরে এই পথে অগ্রসর হতে হয়। এ প্রসঙ্গ এ পর্যন্তই।

৩। সালিকের তরবিয়ত

১। আল্লাহর ভালোবাসায় ধৈর্য্য

(ক) আল্লাহর প্রতি সালিকের ভালোবাসার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ।

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন, “যে আল্লাহর সাক্ষাতকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাঁর সাক্ষাতকে ভালোবাসেন।” (বুখারী, মুসলিম শরীফ)।

তবে আল্লাহর সাক্ষাত বহুদূর। সুতরাং সালিককে অত্যন্ত ধৈর্য্য ধরে আল্লাহর প্রেমাগ্নির তীব্র জ্বালা সয়ে যেতে হবে। সালিককে ঐ তীব্র জ্বালাকে সুখে রূপান্তর করে যেতে হবে। এ পথে পরিবার পরিজনের সেবাও করতে হবে আবার একটু ফুরসত পেলেই আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হতে হবে। ধৈর্য্য ব্যাতিরেকে আল্লাহর সাক্ষাতের আগ্রহ বাস্তবায়িত হবে না।

(খ) আল্লাহর প্রতি সালিকের ভালোবাসার অন্যতম নির্দশন হলো নির্জনে থাকা, আল্লাহর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ ও কুরআনে কারীমের তেলাওয়াত।

মুহাম্মদ ইবনুল আলা (রহঃ) বলেন- “যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে মানুষের কাছে অপরিচিত থাকতে ভালোবাসে।”

জুনাইদ (রহঃ) বলেন-

“যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু ভুলে যায়।”

যে প্রেমপ্রার্থী 'সালিক' সে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ে। তাহাজ্জুদ এক অনির্বচনীয় আনন্দের খোরাক। তখনই মেলে আল্লাহর সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলার সুযোগ।

(গ) আল্লাহর প্রতি সালিকের ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন হচ্ছে, তাঁর আনুগত্যে ধৈর্য্যধারণ। সালিক তার প্রিয় রবের আনুগত্যকে মনে করে আনন্দের বিষয়, রুহের খোরাক, আত্মার প্রশান্তি, মানসিক প্রফুল্লতা। তাকে আনুগত্যে বাধ্য করা হয় না বরং সে ধৈর্য্য এখতিয়ার করে আল্লাহর ভালোবাসায় উত্তরোত্তর মনযিল অতিক্রম করে আরশে আযিমের নীচে তার স্থান করে নেয়। তখন সে মালা-ই-আলার সদস্য না হয়েও মালা-ই-আলার প্রিয়ভাজনে পরিণত হয়। এসব হয় তার যিকিরের আধিক্যের কারণে। সালিককে তাই ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে সর্বদা উঠতে বসতে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আসতাগফিরুল্লাহ জপতে থাকতে হয়।

(ঘ) কষ্টে ধৈর্য্যধারণ সালিকের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কষ্টে ধৈর্য্য ধরতে ধরতে একসময় এটি অর্থাৎ ধৈর্য্য তার মাকামে পরিণত হয়। আর তখনই আল্লাহ সেই সালিককে নিজের আপন করে নেন।

কষ্টের অনেক রকমফের আছে। পার্থিব জীবনের কষ্ট, গাইরুল্লাহর অনুসরণ ত্যাগে কষ্ট, যিকিরের আধিক্যের কষ্ট, রোগশোক

ক্ষুধাতৃষ্ণার কষ্ট। এ সকল কষ্ট সালিকের অন্তরকে যখন এতটুকু বিচলিত করতে পারবে না তখন সে নিশ্চিত হতে পারবে যে আল্লাহ তাকে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধেছেন। সে তখন অত্যন্ত উঁচু মাকামের অধিবাসীতে পরিণত হয়ে যায়।

সালিককে মজযুব হতে হবে এমন নয়। বরং সালিককে হতে হবে প্রত্যাবর্তনশীল। একে বলে ইনাবাত। আল্লাহ বলেন-“(বল) আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইহি য়ুনিব।”

২। সালিকের দৈনন্দিন রুটিন

(ক) ফজর নামাযের পাবন্দি অবশ্যই করতে হবে। যখন বাধাবিঘ্ন থাকবে না-আল্লাহর দয়ায় ফজরের আগেই অজু ইস্তেঞ্জা করা হবে, তখন নিকটবর্তী মসজিদে যেয়ে ফজরের নামায জামাতে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। অতঃপর মসজিদে বসে হোক কিংবা ঘরে এসে ছয় তসবিহের আমল করতে হবে। (ছয় তসবিহের নিয়ম যিয়াউল কুলুব বা অন্য কোন কিতাবে দেখে নিন) এ আমল ধীরে সুস্থে সুর্যোদয়ের পর পর্যন্ত (বিশ মিনিট) চালিয়ে যেতে হবে। অতঃপর চার রাকাত (দুই রাকাত করে) ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হবে। ইশরাক আদায়ের পর সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করে মুনাজাতে মকবুল এক মনজিল পড়তে হবে। অতঃপর সুযোগ হলে গোসল সেরে পার্থিব কাজে অফিস-আদালতে, বাজারের কাজ করা যেতে পারে।

(খ) সারাদিনের যখনই সম্ভব হয় তিন হাজার বার ইসমে যাতের যিকির একটু উচ্চ স্বরে করতে হবে। যোহরের ওয়াক্ত হলে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে যেয়ে নামাজ পড়তে হবে। নামাজের পর সূরা ফাত্হ তেলাওয়াত করা বুযুর্গানে দীনের অভ্যাস। সুতরাং সালিক এটিও আদায় করবে।

(গ) যোহরের পর দুপুরের খাবার খেয়ে ১০/১৫ মিনিট সুন্নতের নিয়তে কাইলুলা করার অত্যন্ত ফযিলত রয়েছে। অতঃপর আবার পার্থিব কাজে যোগদান।

(ঘ) আসরের সময় হলে দুনিয়াবী ব্যস্ততা বাদ দিয়ে জামাতে আসরের নামাজ আদায় করে কিছুক্ষণ হাটাহাটি করে ঘরে এসে বিবি বাচ্চাদের সাথে সময় কাটানো অনেক বড় কাজ। গ্রীষ্মকালে এসময় ইসমে জাতের যিকির ১/২ হাজার বার করা যেতে পারে।

(ঙ) মাগরিব মসজিদে আদায় করে ঘরে এসে কুরআন তেলাওয়াত করার বড়ই ফযিলত রয়েছে। এসময় সূরা আর-রাহমান, সূরা ওয়াক্বিয়া ও সূরা মুয্যাম্মিল অবশ্যই পড়ে নেবে।

(চ) ইশার নামাজ জামাতে আদায় করে ঘরে এসে হিযবুল বাহার, দালয়েলুল খাইরাত পাঠ করা খুবই ভালো। যারা শেষরাতে তাহাজ্জুদের জন্য জাগতে পারেন না তারা ইশার সুন্নতের পর

বিতরের আগে চার/আট রাকাত নামাজ তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নেবে।

এভাবে স্বাভাবিক মামুলাত শেষ হবার পর বারো তাসবিহের যিকির মধ্যম স্বরে আদায় করে নেবে। বারো তাসবিহের আমল সকল তরীকায় প্রসিদ্ধ এক আমল। এই আমল সালিককে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়। নিসবত হাসিল হয়ে যায় এই আমলের মাধ্যমে।

সময় পেলে ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা উচিত। তন্মধ্যে থানভী (রহঃ) এর মাওয়ায়েয, উনারাই প্রসিদ্ধ কিতাব ”তারবিয়াতুস সালিক” অধ্যয়ন করা উচিত প্রত্যেক আগ্রহী সালিকের।

এই যে তরবিয়ত লেখা হলো এগুলো হলো আলেম নন কিন্তু সাংসারিক কাজের ব্যস্ততা আছে তাদের জন্য। আলেমদের জন্য মামুলাতের নির্দেশনা থানভী (রহঃ) এর কাসদুস সাবিল গ্রন্থে লিখিত রয়েছে।

অতঃপর প্রত্যেক সালিকের উচিত কোন হাক্কানী মুর্শিদের হাতে বায়াত নেয়া। এবং মুর্শিদের বাতানো উপায়ে জীবন যাপন ও যিকির আযকার করা।

৪। শেষ কথা

আল্লাহ বলেন, “আমি জিন ও ইনসানকে কেবলমাত্র আমার বন্দেগী করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।” সুতরাং আমাদের প্রধান বাস্তবতা হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী। আল্লাহর বন্দেগীতে অনেক বাধা বিপত্তি থাকে। এসব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করার জন্য আল্লাহর প্রেসক্রিপশন হলো, “হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং হক্কপন্থীদের সঙ্গে লেগে থাকো।”

কবি বলেন, “সুহবতে সালেহ তোরা সালেহ কুনাদ
সুহবতে তোয়ালেহ তোরা তোয়ালেহ কুনাদ।”

অর্থাৎ ”সুহবতে মানুষ নেককার হয়, আবার সুহবতেই মানুষ নষ্ট হয়”।

আল্লাহ যে বলেছেন, হক্কপন্থীদের সাথে থাকার জন্য - এটি একটি পরস্পরাগত বিষয়। বিষয়টি হলো-রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সিলসিলা। ইসলামিক অথরিটিতে এই পরস্পরা এক আইনি বিষয়। যেমনটি করে-হাদীসের ধারা এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তিতে, অতঃপর আরেক ব্যক্তিতে স্থানান্তরিত হয়ে একটি শিকলরূপ ধারণ করেছে-এটি হলো হাদীসের অথরিটি।

এমনিভাবে সুহবতও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে শেকলবন্দী হয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এজন্যেই আকাবিরে ইসলাম বায়াত প্রথাকে লালন করেছেন। বায়াত বর্তমান কালের কোন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত যুক্ত করে। এটিও একটি ইসলামিক অথরিটি।

এই দুই অথরিটি যখন একই ব্যক্তিতে ন্যস্ত হয় তখন তিনি একজন পরিপূর্ণ ইসলামিক অথরিটি। তার সঙ্গে যুক্ত থাকার কথাই আল্লাহপাক আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায়-আমি একজন সালিক তথা খোদা অন্বেষী ব্যক্তির নীরব বিপ্লবের কথা লিখেছি। সালিককে একা একা একজন মুর্শিদের তত্ত্বাবধানে থেকে সুলুকের স্তর অতিক্রম করে আল্লাহ প্রাপ্তির পথে এগুতে হয়। ইসলামের ইতিহাসে কোটি কোটি মানুষ এই ধারায় যুক্ত হয়ে ইসলাহে নাফস হাসিল করেছেন। বর্তমান প্রজন্মও যেন নাফসের ইসলাহ করে আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করতে পারে সেজন্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। আল্লাহ এই গ্রন্থ কবুল করুন এবং আমাকে তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত হবার তৌফিক দান করুন।

সূরা আ'লা

(আল কুরআন-৮৭)

আল্লাহর নামে শুরু
যিনি অশেষ দয়াবান, মেহেরবান।।

প্রশংসা করুন ও বন্দেগী করুন স্বীয় সর্বোচ্চ রবের,
যিনি সবকিছু নিখুঁতভাবে সৃজন করেছেন।

আর যিনি নকশা করেছেন এবং পথ দেখিয়েছেন,
আর যিনি তৃপলতা উৎপন্ন করেছেন,
অতঃপর ঐসবকে করেছেন ঘন কালো রাবিশের মত।

আমরা আপনাকে শেখাবো, অতঃপর আপনি ভুলে যাবেন না,
তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতিরেকে,
নিশ্চয় তিনি জানেন যা প্রকাশ্য আর যা গোপন।

আর আমরা আপনাকে সকল সুবিধা দেবো যা অনিঃশেষ।
অতএব আপনি উপদেশ দিন; নিশ্চয় উপদেশ ফলপ্রসূ।
যারা (আল্লাহ কে) ভয় করে, তারা অচিরেই চিন্তা করবে;
কিন্তু হতভাগারা (উপদেশ থেকে) নির্লিপ্ত থাকবে,
তারাই সেইলোক যারা নিক্ষিপ্ত হবে মহাঅগ্নিতে।
অনন্তর সেলোকেরা সেথায় না মরবে, না বাচঁবে।

নিশ্চয়ই, সে লোক সমৃদ্ধ হবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করেছে,
আর সে নিজ রবের নাম স্মরণে নিয়েছে এবং বন্দেগী করেছে।
নহে বরং তোমরা প্রাধান্য দিচ্ছ এই দুনিয়ার জীবন,
অথচ পরকালীন জীবনই উৎকৃষ্ট এবং অধিক স্থায়ী।

নিশ্চয়ই এসব শেখানো হয়েছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ---
ইবরাহীম ও মুসার সহীফায়।

তাওয়াক্কুল

আল্লাহ যদি সাহায্য করেন তোমাদেরে,
তবে কেউই তোমাদেরে অতিক্রম করতে পারবে না:
কিন্তু যদি তিনি তোমাদেরে পরিত্যাগ করেন,
তবে কে আছে, তারপর, যে তোমাদের সাহায্য করবে?
অতএব, বিশ্বাসীদের উচিত আল্লাহর উপরই নির্ভর করা।

সমাপ্ত